দেড় বছর কারাভোগ শেষে মা ও মেয়ের দর্শনা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরত

বাংলাদেশে দেড় বছর কারাভোগ শেষে নিজ দেশ ভারতে আপন ঠিকানায় ফেরত গেলেন ভারতীয় দুই নাগরিক মা গোলে বিবি ও মেয়ে ছায়া খাতুন ওরফে শোভা।

সোমবার বেলা ১১টার দিকে দর্শনা জয়নগর ও ভারতের গেদে সীমান্তের আন্তর্জাতিক চেকপোষ্টের শূন্য রেখায় বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ভারতীয় দুই নারী মা গোলে বিবি ও তার মেয়ে ছায়া খাতুন শোভাকে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

তারা হলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কেষ্টগঞ্জ থানার বানপুর কুলোপাড়া গ্রামের শাসসুল মন্ডলের স্ত্রী মোছাঃ গোলে বিবি (৩৫) ও তার মেয়ে মোছাঃ ছায়া খাতুন শোভা (১৮)।

তারা ২০২০ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর অবৈধ্যভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানার গোয়ালপাড়া গ্রামে ডাক্তার দেখাতে এসে বিজিবির কাছে আটক হয়। এরপর অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের জেল হয়। তারপর থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে ছিলেন তারা।

গোলে বিবি জানান, তাদের কুলোপাড়া গ্রামটি ভারতের কাঁটাতারের বাইরে পড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী গ্রামে চিকিৎসাসহ জরুরি প্রয়োজনে তাদের যেতে হয়। মেয়ে অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখাতে বাংলাদেশে বিনা পাসপোর্টে গিয়ে বিজিবি তাদের আটক করে। তবে কারাগারে কোনো অসুবিধা হয়নি।

মুক্তি পেয়ে দেশে পরিবারের কাছে ফিরতে পারছি খুব ভালো লাগছে। বের হওয়ার সময় জেলার সাহেব আমাদেরকে নতুন পোশাক দিয়ে দিয়েছেন। আমরা খুব খুশি হয়েছি।

এ হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সময় দর্শনা চেকপোস্টের শুণ্যরেখায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির দর্শনা

কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার শহিদুল ইসলাম, চেকপোস্ট বিজিবি কমান্ডার হাবিলদার লোকমান হাকিম, দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এসআই আব্দুল আলীম, দর্শনা থানার এসআই মাহমুদুল হাসান, জেলা বিশেষ গোয়েন্দা শাখা দর্শনা জোন কামাল হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের কারারক্ষি হেলাল উদ্দিন।

ভারতের গেদে কোম্পানি কমান্ডার এসি শ্রী নাগেন্দার পাল, কৃষ্ণগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর বাবিন মুখার্জি, গেদে ইমিগ্রেশন ইনচার্জ ইন্সপেক্টর মিঃ সন্দীপ মুখার্জী, গেদে কাস্টম ইনচার্জ শ্রী শুভেন্দ্র, এনজিওর কর্মকর্তা শ্রী কৃষ্ণ ঘোষ সহ বিজিবি-বিএসএফ, ভারতীয় ইমিগ্রেশন এবং দর্শনা থানা, ইমিগ্রশনের সদস্যরা।

ঝিনাইদহে ভাস্তের কোঁদালের আঘাতে চাচা খুন

ঝিনাইদহের যাদবপুর গ্রামে কোঁদালের আঘাতে আওলাদ হোসেন (৭০) নামের এক কৃষককে খুনের অভিযোগ উঠেছে ভাতিজাদের বিরুদ্ধে।

সোমবার দুপুর তিনটার দিকে সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আওলাদ ওই গ্রামের সৈয়দ আলীর ছেলে।

নিহতের ভায়রা মতলেবুর রহমান জানান, ১০ কাঠা জমি নিয়ে বড়ভাই নিয়ামত আলীর তিন ছেলে জহর আলী, শহিদুল ইসলাম ও মহিদুল ইসলামের সঙ্গে বিবাদ চলছিল আওলাদ হোসেনের।

দুপুরের পর আওলাদ মাঠে কাজ করছিলেন। এসময় তার বড় ভায়ের তিন ছেলে মাঠে গিয়ে কোদাল দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতলের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মো. সোহেল রানা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

অপারেশনের ২০ বছর পর বাচেনার পেট থেকে বের করা হলো কাঁচি

অস্ত্রোপচারের পর পেটে সার্জিক্যাল আর্টারি রেখে দেন চিকিৎসক। এভাবে চলে দীর্ঘ ২০ বছর।

অবশেষে বাচেনা খাতুনের পেট থেকে সোমবার দুপুর ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেই সার্জিক্যাল আরটারি অপসারণ করা হয়েছে।

নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সার্জারি সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান নয়ন। তার তত্ত্বাবধায়নে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বাচেনা খাতুন। বাচেনা খাতুন চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের হাপানিয়া গ্রামের আব্দুল হামিদের স্ত্রী।

এর আগে গত ৩ জানুয়ারি দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমে অসুস্থ বাচেনা খাতুনকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরপর থেকে মেহেরপুর স্বাস্থ্য বিভাগে হইচই পড়ে যায়। পরে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়।

৪ জানুয়ারি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের নারী সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি হন বাচেনা খাতুন। এরপর থেকে পেটের যন্ত্রণা বেড়ে যায় আরও বেশি। ডায়াবেটিস পরীক্ষাসহ খাবার কিনতে কিনতে একেবারে নিঃস্ব তিনি।

২০ বছর আগে মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিক থেকে অপারেশন করা হয়েছিল বাচেনা খাতুনের পিত্তথলির পাথর। সেই ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ সব খরচ বহনের আশ্বাস দিয়েছেন বাচেনা খাতুন ও তার পরিবার। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিকসের কারণে অস্ত্রোপচার বার বার পিছিয়ে যাচ্ছিল। আজ ডায়াবেটিকস পরীক্ষার পর দুপুর ১২টার দিকে অস্ত্রোপচার শুরু হয়। দুপুর সোয়া একটার দিকে তার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সার্জারি কনসালটেন্ট (সিনিয়র) ডা.

ওয়ালিউর রহমান বলেন, ৪ জানুয়ারি থেকে বাচেনা খাতুনকে আমরা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছি। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিকসের জন্য অস্ত্রোপচার পিছিয়ে যাচ্ছিল। ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় আজ তার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তার পেট থেকে সার্জিক্যাল আর্টারি আপসারণ করা হয়েছে।

বাচেনা খাতুনের স্বজনেরা বলেন, দীর্ঘ ২০ বছর যাবত বাচেনা খাতুন কষ্ট করে গেছেন। অপারেশনের পর থেকেই শুরু হয় তীব্র ব্যথা। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষকে জানালেও তারা গুরুত্ব দেননি। চিকিৎসা করতে গিয়ে হতে হয়েছে নিঃস্ব। চিকিৎসকের ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে দীর্ঘ ২০ বছর। তাকে চিকিৎসা প্রদানসহ ক্ষতিপূরণের দাবি করেন পরিবারের সদস্যরা। পরে রাজা ক্লিনিকের সত্বাধিকারি ডা.পারভিয়াস হোসেন রাজা ভুক্তভোগীর চিকিৎসার সব দায়িত্ব নেন।

উল্লেখ্য, সহায়-সম্বল বিক্রি করে ২০০২ সালের ২৫ মার্চ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাজা ক্লিনিকে পিত্তথলির পাথর অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন বাচেনা খাতুন। অস্ত্রোপচার করেছিলেন সার্জারি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মিজানুর রহমান। তার সঙ্গে সহকারী হিসেবে ছিলেন রাজা ক্লিনিকের পরিচালক ডা. পারভিয়াস হোসেন রাজা ও অ্যানেস্থেসিয়া করেন ডা. তাপস কুমার।

অস্ত্রোপচারের এক সপ্তাহ পর বাচেনা খাতুনকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু সুস্থ হতে পারেননি বাচেনা খাতুন। পেটের ব্যথা নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় বছরের পর বছর ডাক্তারের কাছে ছুটেছেন তিনি। খুইয়েছেন অর্থ-সম্পদ। অবশেষে ২০-২৫ দিন আগে রাজশাহীর একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এক্স-রে করালে পেটে কাঁচির সন্ধান পাওয়া যায়। এটিকে মূলত মেডিকেলের ভাষায় সার্জিক্যাল আরটারি বলা হয়। এ নিয়ে এলাকায় হইচই পড়ে।

অস্ত্রোপচারের সময় পেটের মধ্যে সার্জিক্যাল আরটারি রেখেই সেলাই করে দিয়েছিলেন চিকিৎসক। পুনরায় ডা. রাজার শরণাপন্ন হলে তিনি ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা বলে ফেরত পাঠান। চিকিৎসকের কাছে পাত্তা না পেয়ে বাচেনার পেটের যন্ত্রণা বাড়তেই থাকে। পরে আবার ডা. রাজার সঙ্গে দেখা করেও কোনো লাভ হয়নি। পরে সুস্থ হতে বিভিন্ন এলাকার চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নেন বাচেনা খাতুন। ১০ কাঠা জমি বিক্রি করে পিত্তথলির পাথর অপারেশনের পরও বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা নিতে বিক্রি করতে হয় সংসারের শেষ সম্বল দুটি গরু।

এদিকে ৫ জানুয়ারি অস্ত্রোপচার করা চিকিৎসক ও ক্লিনিক মালিকের

বিরুদ্ধে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন জওয়াহেরুল আনাম। কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর গাংনীর সেই রাজা ক্লিনিকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান এই কর্মকর্তা।

কুষ্টিয়ায় ট্রাকচাপায় ঝরে গেল ৪ প্রাণ

কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সড়কের কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ভাদালিয়ায় ট্রাক ও ভ্যানের সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা সবাই বিড়ি কারখানার শ্রমিক বলে জানা গেছে।

নিহতরা হলেন- ভ্যানচালক মুক্তার হোসেন (৫০), জেসমিন (৩০), রোজিনা খাতুন (২৭) এবং স্বপ্না রানী (৪৫)। স্থানীয়রা জানান, সকাল ৬টার দিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল দক্ষিণপাড়া এলাকায় কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সড়কে ঝিনাইদহগামী দ্রুতগতির একটি ট্রাক বিপরীতগামী একটি যাত্রীবাহী ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারটি মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে নিয়ে গেছে। কুষ্টিয়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইদ্রিস আলী দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করে জানান, ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।

এর আগে গতকাল রবিবার (৯ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে জেলার দৌলতপুর উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন। পরে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ট্রাকটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম জাবীদ হাসান জানান, দুই মোটরসাইকেল আরোহীর নিহত হওয়ায় ট্রাকটি জব্দ করেছে পুলিশ। তবে ঘটনাস্থল থেকে কৌশলে ট্রাকচালক পালিয়েছে।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

৩৯৫/৩৯৭ পেনাল কোড এর পলাতক আসামি ডাকাত রহিম মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আরও তিনটি মামলা বিচারাধীন আছে।